বাক্স-বদল

ডি. এম. প্রোডাকসন্স-এর

বাক্স-বদল

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে

সংগীত ও চিত্রনাট্য উপদেষ্টা : সত্যজিৎ রায় ◦ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নিত্যানন্দ দত্ত
প্রযোজনা : দুর্গাদাস মিত্র ◦ সহ-প্রযোজনা : নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়।

• অভিনয়ে •

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, চারুপ্রকাশ ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রতিম ঘোষ, সুব্রত সেন, মমতাজ আমেদ, অপর্ণা দাশগুপ্ত, গীতালি রায়, ইলা চট্টোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি।

• কলা-কুশলী •

চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়। শিল্প-নির্দ্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : রমেশ যোশী। সংগীত-পরিচালনা : অলোক দে। শব্দ-গ্রহণ : নৃপেন পাল, সুজিত সরকার। ব্যবস্থাপনা : ভানু ঘোষ। রূপসজ্জা : হাসান জামান। আবহ-সংগীত ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। শব্দযন্ত্র : ওয়েষ্ট্রেক্স। দৃশ্যপট অঙ্কন : কবি দাশগুপ্ত। স্থিরচিত্র : ক্যাপস্। পরিস্ফুটন : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চট্টোপাধ্যায়। আলোক নিয়ন্ত্রন : সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, অনিল পাল। নেপথ্যকণ্ঠে : রুমা গুহঠাকুরতা। নৃত্য পরিকল্পনা : রুমা গুহঠাকুরতা ও অসিত চট্টোপাধ্যায়। প্রচার-সচীব : বাগীশ্বর ঝা।

• সহকারী কলা-কুশলী •

পরিচালনা : স্বদেশ সরকার, জয়ন্ত বসু। চিত্রগ্রহণ : পূর্ণেন্দু বসু, দুর্গা রাহা, নূর আলি। সম্পাদনা : কাশীনাথ বসু, কালিপদ রায়। শব্দ-গ্রহণ : অনিল নন্দন, বাদল মণ্ডল, মনি মণ্ডল। আবহ-সংগীত ও শব্দ-পুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সরকার, এডেল। শিল্প-নির্দ্দেশনা : সুরথ দাস। ব্যবস্থাপনা : নিতাই জানা, পতিত মণ্ডল। রূপসজ্জা : তারাপদ দে, সন্তোষ নাথ। প্রচার : ধীরেন দেব।

• কৃতজ্ঞতা-স্বীকার •

কলিকাতায়—বিজয়া রায়, সুনীল বসুমল্লিক, কনক দাস, বুদ্ধদেব গুহ, শীলা (ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর্স), থ্যাকারস স্পিঙ্কস্ (ইণ্ডিয়া), ডাঃ নৃপেন দাস, জি, সি, লাহিড়ী (পূঃ রেল), কমল ঘোষ (মেগাফোন), নারায়ণ চক্রবর্তী, সোনোরস্, চ্যাটার্জি ব্রাদার্স, সন্দীপ রায়, অনিল চৌধুরী, শম্ভু সেন, শ্যামল দত্তরায়, অনিলবরণ সাহা, কৃষ্ণধন চক্রবর্তী, রমলা দাস, চিত্ত ঘোষ, নরেন্দ্রপুর পেট্রল ফিলিং ষ্টেশন (ক্যালটেক্স)।

কালিম্পং-এ—চিত্ত মিত্র, ডাঃ এম্. এন্. বোড়াল, পি. মৈত্র, বি. এন্. মুখোপাধ্যায়, এস্ ফোনিং, সীতারাম আগরওয়ালা, টুইন্ নার্সারি ব্রাদার্স, হিমালয়ান নার্সারি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড নার্সারি ও কালিম্পং বাসীরা।

নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিওতে ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : গোল্ডউইন পিকচার্স

কাহিনী

সাবধানের মার নেই কথাটা সত্যি। কিন্তু অসাবধানে যে কত ঘটনা ঘটে যেতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ঘটনা ঘটেছিল মনস্তাত্ত্বিক প্রতুল ভট্টাচার্য আর অমিতা মজুমদারের জীবনে শিলিগুড়ি ষ্টেশনের প্লাটফর্মে। প্রতুল যাচ্ছিল শিলিগুড়িতে তার দাদার কাছে বেড়াতে। আর অমিতা কলেজ-ছুটিতে যাচ্ছিল কালিম্পং-এ তার বোটানিষ্ট মামা হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। কিন্তু যথাস্থানে গিয়ে দেখল দুজনের বাক্স বদল হয়ে গেছে। প্রতুল দেখল মেয়েদের যাবতীয় জিনিষে ভর্তি বাক্স আর অমিতা দেখল পুরুষদের জিনিষে ভর্তি বাক্স। তারপর বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে দুজনেই দুজনার ঠিকানা পেল। প্রতুল পেল অমিতার কালিম্পং এর ঠিকানা আর অমিতা পেল প্রতুলের কলকাতার ঠিকানা।

বাক্সটা ফেরৎ দেবার আগে প্রতুলের মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি উদয় হলো। অমিতার একটা ছেলের সঙ্গে তোলা ছবিতে ছেলেটার মুখে গোঁফ এঁকে দিল। অমিতা কিন্তু এ ব্যাপারে প্রতুলের ওপর ভীষণ রেগে গেল। গোঁফ জিনিষটা

তার একেবারে পচ্ছন্দ নয়। বিশেষ করে প্রিয়জনের মুখে ত নয়ই। চিঠিতেই সে তার ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলে।

তারপর এল শোভনলাল মুখোপাধ্যায়। বড় অফিসের বড়বাবু। মাইনেটাও মোটা অঙ্কের। বাড়ী-গাড়ী দুই আছে। মদ খায় না, সিগারেট খায় না। এককথায় যাকে বলে ভালো মানুষ। অমিতার মায়ের খুব পছন্দ তাকে। তাই বিয়েটা নিয়ে বড় বেশি অমিতাকে বিরক্ত করে তুললো শোভন। কিন্তু ইদানিং তার সব কাজেতেই ভুল হচ্ছিল। তাই রসিকতা করে অমিতা একদিন প্রতুলের ঠিকানা দিয়ে মানসিক রোগটা সারিয়ে নিতে শোভনকে অনুরোধ করলো।

প্রতুল মানসিক রোগের ডাক্তার। শোভনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে বুঝতে পারে শোভন অমিতার প্রেমে পড়েছে। এবং এও বুঝতে পারে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করার মতো সাহস তার নেই। আর এই অনিশ্চয়তার জন্যই তার এই সব গণ্ডগোল। প্রতুল শুধু উপদেশই দিয়ে যেতে থাকে শোভনকে। ঘটনাচক্রে প্রতুলের বোনের সঙ্গে অমিতার পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। রত্নার সহযোগিতায় প্রতুল-অমিতার সম্পর্কটুক মধুর হয়।

পূজোর ছুটিতে অমিতা আবার কালিম্পং-এ বেড়াতে চলে যায়। প্রতুল আর শোভনও একদিনে রওনা হলো কালিম্পং-এর পথে। কিন্তু কেউ কাউকে লক্ষ্য করল না। প্রতুল যাবার আগে গোঁফটা কামিয়ে ফেললো আর হরবিলাসের লেখা একটা বইও কিনে নিল। আর নিজেকে প্রমোদ ভট্টাচার্য হিসেবে পরিচয় দিল তাদের কাছে। হরবিলাস প্রমোদবেশী প্রতুলকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানায়। এই অবসরে সে অমিতার কাছ থেকে জেনে নেয় প্রতুল সম্বন্ধে তার কি ধারণা।

প্রতুল বাড়ীতে এসে হরবিলাসের একটা চিঠি পায়। চিঠিতে লেখা আছে হরবিলাস কলকাতায় এসেছেন, প্রতুল যেন তার সংগে দেখা করে।

প্রতুল আবার প্রমোদ সেজে অমিতাদের বাড়ী যায় এবং কথা প্রসঙ্গে অমিতাকে জানায় সে ডাক্তার প্রতুল ভট্টাচার্যকে চেনে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমিতা অবাক হয়ে যায়। তার আগেই অমিতা ডাক্তার প্রতুল ভট্টাচার্যকে গালাগাল করেছিল। এখন সে তার জন্যে প্রতুলের কাছে আপশোষ করে।

বাড়ীতে ফিরে এসে প্রতুল ঠিক করে অমিতার কাছে এবার তার নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে। তারপর.....

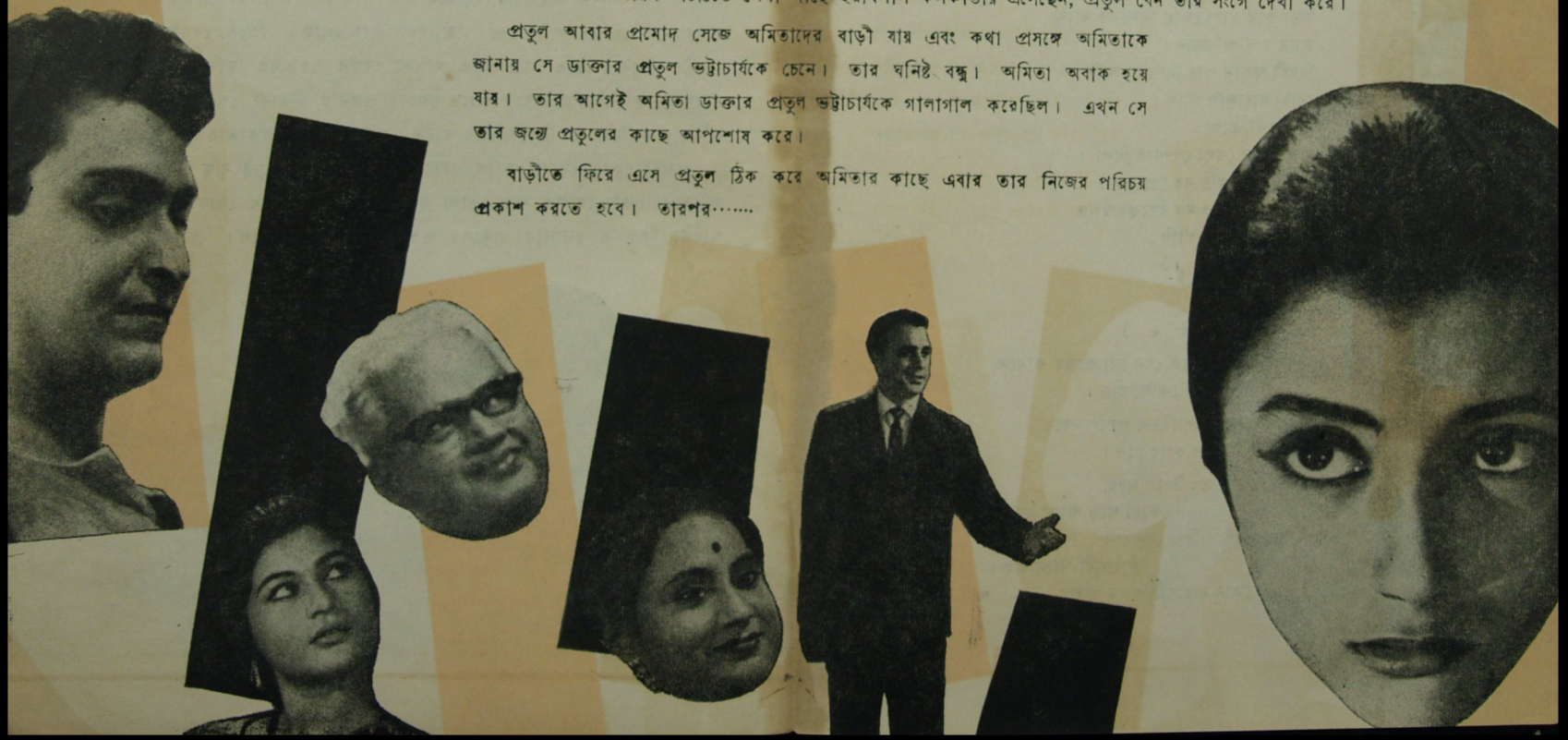

সঙ্গীত

(১)

মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি,
মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি
গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি,
মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্ত সমীরে।

দুরাশা জাগায় প্রাণে-প্রাণে
আধো-তানে ভাঙ্গা-গানে
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
মোরা মায়াজাল গাঁথি।

নরনারী হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে
আনি মান-অভিমান।
বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথি।
মোরা মায়াজাল গাঁথি।
চলে সখী, চলো।
কুহকস্বপন খেলা খেলাবে চলো।
নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেমছল
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি
মোরা মায়াজাল গাঁথি।

(২)

পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও কোথা যাও।
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী-পানে ধাও।
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও।

(৩)

আমার পরান যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো,
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও
আমি যত দুখ পাই গো।

(৪)

দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না।

(৫)

আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে
আধো নিমিলিত নলিন নয়নে
যেন আপনারি হৃদয় শয়নে
আপনি রয়েছ লীন।

(৬)

আমি তো বুঝেছি সব যে বোঝে না বোঝে,
গোপন হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে।

গোল্ডউইন পিকচার্স : ১ চৌরঙ্গী স্কোয়ার কলিকাতা ১ হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।